মেহেরপুরে কাউন্সিলর বিপুল হত্যা মামলায় রায় :: সকল আসামি বেকসুর খালাস

মেহেরপুর পৌরসভার ৮নং ওয়ার্ড তৎকালীন কাউন্সিলর ও জেলা যুব লীগের সাবেক সাধারন সম্পাদক আবদুল্লাহ আল মামুন বিপুল হত্যা মামলার সকল আসামিকেই বেকসুর খালাস দিয়েছেন আদালত।

আজ বুধবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে মেহেরপুর জেলা ও দায়রা জজ মো: ওয়ালিউল ইসলাম এ আদেশ দেন। খালাসপ্রাপ্ত আসামিরা হলেন- জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহবায়ক শহিদুল ইসলাম পেরেশান, সাবেক সভাপতি সাজ্জাদুল আনাম, যুবলীগ নেতা ইয়ানুস শেখ, মাহফুজ আলী, আফজাল হোসেন লিখন ও বাদশা।

মামলার বিবরণে জানা যায়, ২০১৩ সালের ২৮ জানুয়ারি সোমবার দিবাগত রাত ১০ টার দিকে মেহেরপুর শহরের কাসারি পাড়াস্থ জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহবায়ক (সাবেক সহ প্রচার সম্পাদক) শহিদুল ইসলাম পেরেশানের বাড়িতে একটি পারিবারিক অনুষ্ঠানে মেহেরপুর জেলা যুবলীগের তৎকালিন সাধারণ সম্পাদক ও মেহেরপুর পৌর সভার ৮ নং কাউন্সিলর আব্দুল্লাহ আল মামুন বিপুল যোগ দেন। অনুষ্ঠান চলাকালিন সময়ে অজ্ঞাত চার-পাঁচজন অস্ত্রধারী সন্ত্রাসীরা সেখানে প্রবেশ করে তাকে লক্ষ্য করে পর পর ৩ রাউণ্ড গুলি করে। এতে তার মাথায় ও বুকে তিনটি গুলিবিদ্ধ হয়। তাকে উদ্ধার করে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

এ হত্যাকান্ডের ঘটনায় বিপুলের স্ত্রী বেলী খাতুন বাদী হয়ে ২ দিন পর বুধবার দুপুরে জেলা মেহেরপুর যুবলীগের তৎকালিন সভাপতি সাজ্জাদুল অনাম, অর্থ সম্পাদক ও বর্তমান মেহেরপুর পৌর সভার মেয়র মো: মাহাফুজুর রহমান রিটন, বাড়ির মালিক ও সহপ্রচার সম্পাদক শহিদুল ইসলাম পেরেশানসহ ৭জনের বিরুদ্ধে মামলা একটি দায়ের করেন। পরবর্তিতে পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন ও তার শ্যালক আরিফুর রহমান, জেলা যুবলীগের সাবেক সভাপতি সাজ্জাদুল আনামকে চার্জশিট থেকে বাদ দেওয়া হয়। পরবর্তিতে মামলা সিআইডির কাছে হস্তান্তর হলে শহিদুল ইসলাম পেরেশান, তার ভাই বাদশা, ইয়ানুস, লিখন, মাহফুজ ও জেলা যুবলীগের সাবেক সভাপতি সাজ্জাদুল আনামকে আসামি করে চার্জশিট

দেয় সিআইডি।

মামলায় সরকারি পক্ষে পাবলিক প্রসিকিউটর পল্লব ভট্টাচার্য এবং আসামি পক্ষে ইয়ারুল ইসলাম, কামরুল ইসলামসহ একাধিক আইনজীবী অংশ নেন।

আসামি পক্ষের আইনজীবী ইয়ারুল ইসলাম বলেন, আমাদের আদালতের প্রতি আস্থা রয়েছে। বিজ্ঞ বিচারক মামলা পর্যবেক্ষণ করে সকল আসামিকে বেকসুর খালাস দিয়েছেন। আমরা রায় পেয়ে সন্তোষ্ট।

পাবলিক প্রসিকিউটর পল্লব ভট্টাচার্য জানান, বিজ্ঞ বিচারক চার্জশিটভুক্ত ৬ আসামিকে বেকসুর খালাস দিয়েছেন। আমরা রায়ের পূর্নাঙ্গ কপি পেলে পরবর্তিতে আপিলের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেব।

মেহেরপুরে কাউন্সিলর বিপুল হত্যা মামলার সকল আসামির জামিন বাতিল

মেহেরপুর পৌরসভার ৮নং ওয়ার্ড তৎকালীন কাউন্সিলর ও জেলা যুব লীগের সাবেক সাধারন সম্পাদক আবদুল্লাহ আল মামুন বিপুল হত্যা মামলার ৬ আসামির জামিন বাতিল করে জেল হাজতে পাঠিয়েছেন আদালত।

আজ রবিবার দুপুরে মেহেরপুর জেলা ও দায়রা জজ মো: ওয়ালিউল ইসলাম এ আদেশ দেন। একই সঙ্গে আগামী ১৬ ফেব্রুয়ারি রায় ঘোষণার দিন ধার্য করেন আদালত।

আসামিরা হলেন, জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহবায়ক শহিদুল ইসলাম পেরেশান, সাবেক সভাপতি সাজ্জাদুল আনাম, যুবলীগ নেতা ইয়ানুস শেখ, মাহফুজ আলী, লিখন ও বাদশা।

মামলার বিবরণে জানা যায়, ২০১৩ সালের ২৮ জানুয়ারি সোমবার দিবাগত রাত ১০ টার দিকে মেহেরপুর শহরের কাসারি পাড়াস্থ জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহবায়ক (সাবেক সহ প্রচার সম্পাদক) শহিদুল ইসলাম পেরেশানের

বাড়িতে একটি পারিবারিক অনুষ্ঠানে মেহেরপুর জেলা যুবলীগের তৎকালিন সাধারণ সম্পাদক ও মেহেরপুর পৌর সভার ৮ নং কাউন্সিলর আব্দুল্লাহ আল মামুন বিপুল যোগ দেন। অনুষ্ঠান চলাকালিন সময়ে অজ্ঞাত চার-পাঁচজন অস্ত্রধারী সন্ত্রাসীরা সেখানে প্রবেশ করে তাকে লক্ষ্য করে পর পর ৩ রাউণ্ড গুলি করে। এতে তার মাথায় ও বুকে তিনটি গুলিবিদ্ধ হয়। তাকে উদ্ধার করে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

এ হত্যাকান্ডের ঘটনায় বিপুলের স্ত্রী বেলী খাতুন বাদী হয়ে ২ দিন পর বুধবার দুপুরে জেলা মেহেরপুর যুবলীগের তৎকালিন সভাপতি সাজ্জাদুল অনাম, অর্থ সম্পাদক ও বর্তমান মেহেরপুর পৌর সভার মেয়র মো: মাহাফুজুর রহমান রিটন, বাড়ির মালিক ও সহপ্রচার সম্পাদক শহিদুল ইসলাম পেরেশানসহ ৭জনের বিরুদ্ধে মামলা একটি দায়ের করেন। পরবর্তিতে পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন ও তার শ্যালক আরিফুর রহমান, জেলা যুবলীগের সাবেক সভাপতি সাজ্জাদুল আনামকে চার্জশিট থেকে বাদ দেওয়া হয়। পরবর্তিতে মামলা সিআইডির কাছে হস্তান্তর হলে শহিদুল ইসলাম পেরেশান, তার ভাই বাদশা, ইয়ানুস, লিখন, মাহফুজ ও জেলা যুবলীগের সাবেক সভাপতি সাজ্জাদুল আনামকে আসামি করে চার্জশিট দেয় সিআইডি।

মামলায় সরকারি পক্ষে পাবলিক প্রসিকিউটর পল্লব ভট্টাচার্য এবং আসামি পক্ষে ইয়ারুল ইসলাম, কামরুল ইসলামসহ একাধিক আইনজীবী অংশ নেন।

পাবলিক প্রসিকিউটর পল্লব ভট্টাচার্য জানান, বিজ্ঞ বিচারক চার্জশিটভুক্ত ৬ আসামির জামিন বাতিল করে তাদের কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন এবং একই সঙ্গে আগামি ১৬ ফেব্রুয়ারি রায় ঘোষণার দিন ধার্য করেন।

মুজিবনগরে মাতৃভাষা দিবস পালনে

প্রস্তুতিসভা ও দলকে সুসংগঠিত করার লক্ষে কর্মী সভা অনুষ্ঠিত

মুজিবনগরে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালনে প্রস্তুতিসভা ও দলকে সুসংগঠিত করার উপলক্ষে আওয়ামী লীগের কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার সকাল সাড়ে ১১ টার দিকে মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামী লীগের আয়োজনে মুজিবনগর মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি কমপ্লেক্স পি ডব্লিউ ডির রেস্টহাউস প্রাঙ্গণে এ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের অন্যতম সদস্য রফিকুল ইসলাম তোতার সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন
মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক ও মহাজনপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আমাম হোসেন মিলু।

উপস্হিত থেকে বক্তব্য রাখেন,মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক ও বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আয়ূব হোসেন,মোনাখালী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মফিজুর রহমান মফিজ,বাগোয়ান ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি মজিবুর রহমান মধু, সাধারন সম্পাদক নজরুল ইসলাম, দারিয়াপুর ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি মুস্তাকিম হক খোকন,সাধারন সম্পাদক মঈনুল হক,মোনাখালী ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি রফিকুল ইসলাম অপা,মুজিবনগর উপজেলা যুবলীগের সভাপতি কামরুল হাসান চাদু, ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক শেখ সাদী, উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি হেলালউদ্দীন লাভলু,সম্পাদক শেখ সাকিব।

এছাড়া কর্মী সভায় চার ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সম্পাদক ও উপজেলা আওয়ামী লীগের অঙ্গসংগঠনের সকল নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

গাংনী উপজেলা শ্রমিক লীগের আহবায়ক কমিটি গঠন

জাতীয় শ্রমিক লীগ গাংনী উপজেলা শাখার কমিটি গঠন করা হয়েছে। মোঃ জমির উদ্দিন কে আহবায়ক ও মোঃ আঃ ছাত্তার কে সদস্য সচিব করে ২১ সদস্য বিশিষ্ট আহবায়ক কমিটি গঠন করা হয়।

মেহেরপুর জেলা শ্রমিক লীগের আহবায়ক ইকবাল কবীর রনজু ও সদস্য সচিব মুহাম্মদ রাশেদুজ্জামান (রাশেদ লতিফ) এর অনুমোদনে এই আহবায়ক কমিটি গঠন করা হয়।

কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন, মোঃ বানারুল ইসলাম, মোঃ হাবিবুর রহমান হবি, মোঃ হাফিজুল ইসলাম, মোঃ আমিরুল ইসলাম, শেখ আব্দুস সামাদ, মোঃ কুতুব উদ্দিন, মোঃ বিল্লাল হোসেন, মোঃ রতন, মোঃ দবির উদ্দিন, মোঃ এনামুল হক, মোঃ হাফিজুল ইসলাম (হাফি), মোঃ কাজল হোসেন, মোঃ হামিদুল ইসলাম, মোঃ আলামিন, মোঃ রাজ্জাক, মোঃ আজিজুল, মোঃ গিয়াস উদ্দিন, মোঃ মাদার আলী, মোঃ শহীদুল।

জাতীয় শ্রমিক লীগের গঠনতন্ত্র মোতাবেক তৃণমূলের সংগঠনকে সুসংগঠিত করার লক্ষে পূর্বের কমিটি বিলুপ্ত করে আগামী ৩ মাসের জন্য এই আহবায়ক কমিটি অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

গাংনীতে প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল হতে শীতবস্ত্র বিতরণ

মেহেরপুরের গাংনীতে প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল হতে প্রাপ্ত শীতবস্ত্র শীতার্তদের মাঝে বিতরণ করেছে উপজেলা আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা।

বৃহস্পতিবার (২০ জনুয়ারী) বিকেলে উপজেলার তেরাইল গ্রামে এ শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়।

উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক গোলাম মোস্তফার সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য সাহিদুজ্জামান খোকন। ৬ টি ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদককের মাঝে ৫টি করে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়। সেই সাথে এলাকায় প্রকৃত অসহায় মানুষকে নির্বাচন করেন তাদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরন করার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। ইউনিয়ন গুলো হল কাথুলী, তেতুলবাড়িয়া, কাজিপুর, বামন্দি, মটমুড়া ও সাহারবাটি।

এ সময় উপজেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক যথাক্রমে মনিরুজ্জামান মনি, নজরুল ইসলাম, পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি ছানোয়ার হোসেন বাবলু, সাধারণ সম্পাদক আনারুল ইসলাম বাবুসহ সকল ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

গাংনী বিএনপির আলোচনা সভাতে ছাত্রলীগের হামলা

বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানের ৮৬তম জন্মদিন উপলক্ষে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা বিএনপির আলোচনা সভাতে ছাত্রলীগের হামলার ঘটনা ঘটেছে।

আজ বুধবার দুপুরে জেলা মহিলা দলের উদ্যোগে উপজেলা বিএনপির কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভাতে হামলার ঘটনা ঘটে।

প্রত্যক্ষদর্শী ও বিএনপি নেতাকর্মীরা জানান, দুপুরে বিএনপি কার্যালয়ে আসতে থাকেন মহিলা দলের বিভিন্ন এলাকার নেতার্কীরা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত হন জেলা বিএনপির সিনিয়র সহ সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন। সমাবেশ শুরুর মুর্হূতে জেলা ছাত্রলীগ সাধারণ সম্পাদক মুনতাছির জামান মৃদুল ও উপজেলা ছাত্রলীগ সভাপতি আমিনুল ইসলাম সেন্টুসহ ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা বাস স্ট্যান্ডে জড়ো হয়ে বিক্ষোভ করে। বিক্ষোভ মিছিলটি বিএনপি কার্যালয়ের সামনে গিয়ে অবস্থান নেয়। তারা বিএনপি নেতাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ করে সমাবেশ বাতিলের দাবি জানান।

এসময় বিএনপি কার্যালয়ের ভেতর থেকে মোবাইলে ভিডিও ধারণ করছিলেন কেউ। এ নিয়ে উত্তেজিত ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা বিএনপি কার্যালয়ের গেটে লাথি দিয়ে ভাঙ্গার চেষ্টা করে। চরম উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পরে গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি শান্ত করে বিএনপি নেতাকর্মীদের নিরাপদে বাইরে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দেন।

কার্যালয় থেকে বেরিয়ে যাওয়ার আগে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলেন জেলা বিএনপির সহ সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন। বিনা উস্কানিতে ছাত্রলীগের বাধার তীব্র সমালোচনা ও প্রতিবাদ জানান তিনি।

জাভেদ মাসুদ মিল্টন বলেন, আমারা সবাই বাংলাদেশের মানুষ। রাজনীতি করার অধিকার সবার আছে। শান্তিপূর্ণ উপায়ে ঘরোয়া সমাবেশের আয়োজনও যদি না করতে পারি তাহলে এ দেশে মানুষের স্বাধীনতা কোথায়। এভাবে বাধা দিলে তার চরম মূল্য দিতে হবে বলে ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের প্রতি হুশিয়ারী করেন তিনি।

জেলা মহিলা দলে সাধারন সম্পাদক লাইলা আরজুমান বানু বলেন, কার্যালয়ের মধ্যে আলোচনা সভাতে এভাবে ছাত্রলীগ হামলা রাজনীতির অশুভ শক্তিকে আহবান করছে। এই অবৈধ সরকারের হাত থেকে দেশকে বাচাতে হলে একমাত্র পথ হচ্ছে কঠোর আন্দোলন। বিএনপি কঠোর আন্দোলনের পথেই যাচ্ছে। মানুষ সরকারের উপরে চরম ক্ষিপ্ত। ক্ষমতা হারালে আওয়ামী লীগের একটি নেতাও দেশে পাওয়া যাবে না।

আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা বিএনপির সভাপতি রেজাউল হক, জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক জুলফিক্কার আলী, জেলা মহিলা দলে সাধারন সম্পাদক লাইলা আরজুমান বানু, জেলা বিএনপির যুগ্ন সম্পাদক আব্দুল আউয়াল প্রমুখ।

এদিকে বিএনপি নেতাকর্মীরা কার্যালয় থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর বিক্ষোভ শেষ করে ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা। গাংনী বাস স্ট্যান্ডে সাংবাদিকদের বিফ্রিংকালে জেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক মুনতাছির জামান মৃদুল বলেন, জিয়াউর রহমান খুনী। এদেশে একজন খুনির জন্মদিন পালন করতে দেওয়া হবে না। বিএনপি নেতার্কীরা তাদের ঘরে বসে আমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে। ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদ করতে ছাত্রলীগ সব সময় মাঠে রয়েছে।

বর্তমানে পরিস্থিতি শান্ত জানিয়ে গাংনী থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক বলেন, শান্তিপূর্ণভাবে বিএনপি ও

মহিলা দলের নেতাকর্মীরা বের হয়ে গেছেন। উভয় পক্ষকে শান্তিপূর্ণ ভাবে থাকার জন্য বলা হয়েছে।

মুজিবনগর উপজেলা তাঁতীলীগের আহ্বায়ক কমিটি গঠন

মোঃ আব্দুল খালেককে আহবায়ক ও মোঃ সেলিম হোসেনকে সদস্যসচিব করে ৫১ সদস্য বিশিষ্ট মুজিবনগর উপজেলা তাঁতীলীগের আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়েছে।

গত ৪ জানুয়ারি মেহেরপুর জেলা তাঁতী লীগের আহবায়ক মোঃ নুর ইসলাম সুবাদ ও সদস্য সচিব মোহাম্মদ জুয়েল রানার অনুমোদনে এই আহবায়ক কমিটি গঠন করা হয়।

কমিটির অন্যান্যদের মধ্যে যুগ্ন আহবায়ক করা হয়েছে খোকন মন্ডল, ইকবাল, মকেদুল, সিরাজুল ইসলাম ও মনিরুল ইসলামকে।

সদস্যরা হলেন, উজ্জ্বল, রাকিব উদ্দিন শেখ, লিটন, আছিরুল শেখ, শাহেদুল ইসলাম, আনসারুল, মেগা, আছিরুল, হিজাম উদ্দিন শেখ, মোঃ জোহা, মিঠু, এরশাদ আলী, মানাতুল, কালাম শেখ, খিলা, মোঃ মারুফ শেখ, খালেদ হোসেন, মাদার আলী, ইউনুচ আলী, আবু তাহের, মসির,মুরাদ, রাজু শেখ, মোছাঃ বেবী নাজমিন,রাজন, শাহাদত,আশিক, মোবারক, আলমগীর মিয়া, তুহিন খান, জুয়েল মিয়া, শরিফ শেখ, রতন শেখ, সোহেল খান, সজীব বিশ্বাস, আঙ্গুর গাজী, আজহার, মজনু, গগন বিশ্বাস, জুয়েল, মোঃ ভনা, মোঃ উজ্জল, মোঃ জিনার, মোঃ মোঃ শিপন, মোঃ মনিরুল ও মোঃ রুস্তম মন্ডল।

আগামি এক বছরের জন্য এ কমিটি অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

মেহেরপুর পৌর আওয়ামী লীগ:: একই কমিটি ১৮ বছর

তিন বছর মেয়াদে মেহেরপুর পৌর আওয়ামী লীগ গঠন করা হলেও বর্তমানে এই কমিটির বয়স ১৮ বছর। কমিটির মেয়াদ শেষ হয়ে ১৫ বছর অতিবাহিত হলেও গঠন হয়নি মেহেরপুর পৌর আওয়ামী লীগের নতুন কমিটি। ইতোমধ্যে পূর্ণাঙ্গ কমিটি ও উপদেষ্টা সদস্যদের অনেকেই মৃত্যুবরণ করেছেন। শুধুমাত্র কমিটি না হওয়ার কারণে মৃতরাও গুরুত্বপূর্ণ পদ দখল করে আছেন।

বর্তমান এ কমিটির সভাপতির দায়িত্ব পালন করছেন অ্যাড. ইয়ারুল ইসলাম। তিনি সদর উপজেলা চেয়ারম্যান। সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন মো: আক্কাস আলী।

দলীয় সূত্রে জানা গেছে, ২০০৩ সালের ৭ আগস্ট তিন বছর মেয়াদে ৬৭ সদস্য বিশিষ্ট পূর্ণাঙ্গ কার্যকরী কমিটি ও ১৭ সদস্য বিশিষ্ট উপদেষ্টা পরিষদ নিয়ে মেহেরপুর পৌর আওয়ামী লীগের কমিটি গঠন করা হয়। কিন্তু কমিটির মেয়াদ শেষ হয়ে দীর্ঘ ১৫ বছর অতিবাহিত হলেও নতুন কমিটির মুখ দেখেনি দলটির নেতাকর্মীরা। দীর্ঘ এই ১৮ বছরে কার্যকরী কমিটির ৭জন এবং উপদেষ্টা পরিষদের ৮জন মৃত্যুবরণ করেছেন।

মৃতবরণকারী নেতারা হলেন, কার্যকরী কমিটির সহ-সভাপতি ডাঃ ওমর ফারুক, দপ্তর সম্পাদক খোকন মিয়া, সদস্য খাদেমুল ইসলাম, হারুন অর রশিদ হারু, পন্টু মিয়া, জহির রায়হান সেন্টু, মোশারফ মন্ডল।

উপদেষ্টা পরিষদের মধ্যে আব্দুল মজিদ মাস্টার, মাহাবুবুর রহমান মধু, আব্দুল গণি, আব্দুল মহিত লাল্টু, আমজাদ হোসেন, বাবুল মিয়া, রফিকুল ইসলাম রফিক, শ্রী মহিমা রনজন পাল বাটুল বার্ধক্যজনিত ও বিভিন্ন কারণে মৃত্যুবরণ করেছেন।

দীর্ঘদিন একই কমিটি থাকায় রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে স্থবিরতা দেখা গেছে এমন প্রসঙ্গে তুলে কমিটির কয়েকজন সদস্য বলেন, কমিটিতে যিনি সভাপতি বা সেক্রেটারি হন না কেন, নতুন কমিটি হলে কর্মকাণ্ডে গতিশীলতা আসে। একই কমিটি দীর্ঘদিন থাকলে সেই কমিটি নিয়ে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড এগিয়ে নেওয়া কঠিন হয়ে পেড়ে। বর্তমানের পৌর আওয়ামী লীগের সে ধরণের ঘটনায় ঘটছে। দ্রুত কাউন্সিলের মাধ্যমে নতুন কমিটি গঠনের দাবি জানান তারা। তবে কিছ’দিন আগে পৌর এলাকার কয়েকটি

ওয়ার্ড সম্মেলন ও কমিটি গঠন করা হলে বর্তমান কমিটির সাধারণ সম্পাদক সেগুলো মানতে নারাজ। তিনি জানিয়েছেন, নতুন কেও সব ওয়ার্ড কাউন্সিল করে কমিটি গঠন করা হবে।

বর্তমান কমিটির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আসলাম খান পিন্টু বলেন, কবে কমিটি গঠন হয়েছে তা আমার নিজেরই মনে নেই। দীর্ঘ ১৫ বছর মেহেরপুর শহর আওয়ামী লীগের কমিটি না হওয়া খুবই দুঃখজনক। এর আগে বেশ কয়েকবার কমিটি গঠনের উদ্যোগ নেওয়া হলেও বিভিন্ন কারণে তা সম্ভব হয়নি। কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দরা এসে কমিটি গঠনের কথা বললেও এখনও পর্যন্ত সম্ভব হয়নি। আমরা চাই দ্রুত কমিটি গঠন করা হোক।

পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আক্কাচ আলী বলেন, নতুন কমিটি গঠনে আমি ৫ থেকে ৭ বার চেষ্টা করেছি। আগামী কমিটিতে আমি সভাপতি প্রার্থী। দলের নেতাকর্মীরা যদি মনে চায় আমাকে রাখবে না হয় রাখবে না, সিদ্ধান্ত তাদের কিন্তু আমি চাই কমিটিটা হোক। মূলত আমি ২০০৮ সাল থেকে চেষ্টা করছি এই কমিটির জন্য। ২০০৮ সালে আগে থেকে বিভিন্ন আন্দোলন বিভিন্ন কার্যক্রম নিয়ে কমিটি হয়নি। কিন্তু পরে কমিটি হওয়ার সুযোগ ছিলো। পরে যেই কাউন্সিলের জন্য সবকিছু রেডি করি তখনই দলের নেতাকর্মীরা ঝামেলা পাকিয়ে বসে। তাছাড়া দলের মধ্যে তো গ্রুপিং আছেই। কেউ চায় কমিটি হোক, কেউ চায় না। অনেকেই চায় তাদের পছন্দের লোক হোক, পকেটের লোক হোক। ২০১৪ সালেও আমাদের প্রতিমন্ত্রী সে সময় এমপি ছিলেন উনিও যথেষ্ট চেষ্টা করেছেন কিন্তু অন্যান্য নেতারা বাধাগ্রস্ত করেছে। বাধাগ্রস্ত করলে তো কোন কাজ হয়না। অন্যান্য নেতার চায় না কমিটি হোক। সবাই চাই পকেটের লোক হোক। তবে আশা করছি আগামী ফেব্রুয়ারি বা মার্চে কমিটি গঠন হবে।

পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি অ্যাড. ইয়ারুল ইসলাম বলেন, ইতোপূর্বে তিনবার কাউন্সিলের জন্য প্রস্তুতি নেওয়া হলেও তা সম্ভব হয়নি। সর্বশেষ গত নভেম্বরে কাউন্সিল হবার কথা থাকলেও সেটাও সম্ভব হয়নি।

গাংনীর কাথুলী ইউনিয়ন কৃষকলীগের কমিটি গঠন

মেহেরপুরের গাংনীর কাথুলী ইউনিয়ন কৃষকলীগের কমিটি গঠন করা হয়েছে। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় রামকৃষ্ণপুর ধলা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভোট গ্রহনের মধ্যে দিয়ে আংশিক কমিটি গঠন করা হয়।

সভাপতি পদে দুজন প্রার্থী হওয়ায় গাংনী উপজেলা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি তৌহিদুল ইসলাম,জেলা কৃষকলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মশিউর রহমান পলাশ ও গাংনী পৌর ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি ইমরান হাবিবকে নির্বাচন কমিশনার ঘোষনা করে তাদের তত্বাবধায়নে ব্যালট পেপারের মাধ্যমে গোপনে ভোট গ্রহন করা হয়।

১৬ জন ভোটারের মধ্যে সভাপতি পদে গাড়াবাড়িয়া স্কুল এন্ড কলেজের সহকারী শিক্ষক মো: রেজাউর রহমান রেজা সর্বাধিক ১০ ভোট পেয়ে বিজয়ী ও নওয়াপাড়া গ্রামের হাফিজুল ইসলাম ৬ ভোট পেয়ে পরাজিত হন। ভোট গ্রহন অনুষ্ঠান সহযোগিতা করেন ছাত্রনেতা আশিকুজ্জামান পিন্টু। এর আগে বিনাপ্রতিদ্বন্দিতায় সাধারন সম্পাদক নির্বাচিত করা হয় স্বাধীন হোসেনকে।

কাউন্সিল অনুষ্ঠানের পূর্বে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন সদ্য বিদায়ী কাথুলী ইউপি কৃষকলীগের আহবায়ক আব্দুল মান্নান।

প্রধান অতিথী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সাধারন সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা চেয়ারম্যান এম এ খালেক।

প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন কৃষকলীগের জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য, জেলা কমিটির সাধারন সম্পাদক সাবেক ভিপি ও জিএস ওয়াসিম সাজ্জাদ লিখন।

আমন্ত্রিত অতিথী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা আওয়ামীলীগের ত্রান ও সমাজকল্যান সম্পাদক ও কাথুলী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মো: মিজানুর রহমান রানা, জেলা আওয়ামীলীগের কৃষি বিষয়ক সম্পাদক ফজলুল হক ফজল,কাথুলী ইউপি আওয়ামীলীগের সাধারন সম্পাদক মোজাম্মেল হক,ভাইস চেয়ারম্যান ফারহানা ইয়াসমিন,গাংনী উপজেলা কৃষকলীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারন সম্পাদক সাবেক ইউপি সদস্য তহসিন আলী।

এসময় সাবেক ছাত্রনেতা এনআই রিন্টু চৌধুরী, রিয়াজ উদ্দীন আহমেদ,ইউপি সদস্য আবু হানিফ, সাবেক ইউপি সদস্য আবুল কালাম,কাথুলী ইউপি যুবলীগের সাধারন সম্পাদক সুজন, কাথুলী ইউপি ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি মানিক হোসেন, বর্তমান সভাপতি জামিল হোসেন সহ বিভিন্ন পর্যায়ের আওয়ামীলীগ, কৃষকলীগ,যুব ও ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় কাথুলী ইউনিয়ন আওয়ামী কৃষকলীগের কমিটি গঠিত হয় সকলকে অভিনন্দন জানান বক্তারা।

মেহেরপুর জেলা তাঁতী লীগ থেকে টিটোন বহিস্কার

বাংলাদেশ তাঁতী লীগ মেহেরপুর জেলা শাখার আহবায়ক কমিটির সদস্য মালেকুল ইসলাম টিটনকে তাঁতী লীগ থেকে বহিস্কার করা হয়েছে। আজ শনিবার রাতে মেহেরপুর জেলা আহবায়ক কমিটির এক জরুরী সিদ্ধান্তে তাকে বহিস্কার করা হয়েছে।
তাাঁতী লীগের আহবায়ক মো: নূরুল ইসলাম সুবাদ ও সদস্য সচিব মো: জুয়েল রানা স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে সংগঠনের নীতি,আদর্শ শৃঙ্খলা পরিপন্থী কার্যকলাপে জড়িত থাকায় মালেকুল ইসলাম টিটনকে তাঁতী লীগের সদস্য পদ থেকে বহিস্কার করা হয়েছে।
তাঁতী লীগের আহবায়ক মো: নূরুল ইসলাম সুবাদ মুঠো ফোনে বলেন, মালেকুল ইসলাম টিটনের বিরুদ্ধে অনেক গুলো অভিযোগ রয়েছে, যা সংগঠন বিরোধী। যে কারণে তাকে কমিটি থেকে বহিস্কার করা হয়েছে। এ দিকে তাঁতী লীগের আহবায়ক কমিটির দায়িত্ব শীল এক সদস্য নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, মালেকুল ইসলাম টিটনের ছোট ভাই রিকন মাদক ব্যবসা করতে যেয়ে আইনশৃংখলা বাহীনীর হাতে গুলিবৃদ্ধ হয়ে নিহত হয়। সেও দু দুবার মাদক নিয়ে ধারা পরেছে। বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও অফিস আদালতে সে হুমকী ধামকী দিয়ে চাঁদা বাজি করে। সাধারন মানুষকে চাকরি পাইয়ে দেবার নাম করে টাকা হাতিয়ে নেই। কথায় কথায় সে দেখে নেবার হুমকী দেয়। কয়েক দিন আগে বিসিকে দলের নাম